দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

34

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর ভেঙে দু'টি অধিদফতর হচ্ছে

মোস্তাক মোবারকী

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর ভেঙে দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর এবং উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর নামে পৃথক দুইটি অধিদফতর করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সরকারী আদেশ জারির (জিও) জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। খবর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রের।

সূত্র জানায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর ভেঙে পৃথক দু'টি অধিদফতর গঠন করা হলে বর্তমানে একটি অধিদফতরে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রায় দ্বিগুণ লোকবল বাড়াতে হবে। এ জন্য দু'টি অধিদফতরের প্রশাসনিক ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সামগ্রিক কর্মকান্ড জোরদার এবং কাঠামো আরও শক্তিশালী করা হবে।

সূত্র জানায়, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে থাকবে দেশের ৩শ' ১৮টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং প্রায় সাড়ে ১০ হাজার মাধ্যমিক ও জুনিয়র বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের প্রধান কার্যালয় থাকবে ঢাকায়। আটটি জোনে আটজন উপ-পরিচালক থাকবেন। বর্তমানের পরিদর্শক থাকবে না। জেলা পর্যায়ের অফিসগুলোতে লোকবল বাড়িয়ে বর্তমানের জেলা শিক্ষা অফিসারের বদলে একজন করে সহকারী পরিচালক নিয়োগ করা হবে। বর্তমানে থানা শিক্ষা অফিস নেই। প্রতিটি থানায় প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদার একজন করে থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা হবে। স্কুলের স্বীকৃতির দায়িত্ব শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চলে যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর একাডেমিক সুপারভিশন, অনুদান প্রদান এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেবে। সূত্র জানায়, উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে দেশের সমস্ত সরকারী-বেসরকারী কলেজ ও মাদ্রাসা থাকবে। সারাদেশে ২শ' ৩৩টি সরকারী এবং প্রায় ৯শ' বেসরকারী কলেজ এবং প্রায় সাড়ে ৬ হাজার মাদ্রাসা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের প্রধান কার্যালয় থাকবে ঢাকায়। উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে দেশের পাঁচটি বিভাগে পাঁচজন পরিচালক থাকবেন। প্রতিটি জেলায় একজন করে উপ-পরিচালক থাকবেন। থানা পর্যায়ে কোন অফিস থাকবে না।